রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১১, ২০২৫

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ৪৬৭-আইন/২০২৫।—Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর Article 91B তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নির্বাচন কমিশন, সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরি-উক্ত বিধিমালার বিধি—

(ক) ৪ এর উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত 'করা যাইবে না' শব্দগুলির পরিবর্তে 'করিতে পারিবেন না' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) ৬ এর—

(অ) দফা (ক) তে উল্লিখিত 'সকলে' শব্দের পরিবর্তে 'সকল' শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

'(খ) নির্বাচনি প্রচারণা শুরুর পূর্বে রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী কর্তৃক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট নির্বাচনি প্রচারণা কর্মসূচির প্রস্তাব প্রদান করিতে হইবে এবং একই স্থানে ও একই সময়ে একাধিক দল বা প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচারণা কর্মসূচির ক্ষেত্রে, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উহার সমন্বয় করিবে;';

(ই) দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

'(ঘ) কোনো প্রার্থী জনসভা করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টা পূর্বে জনসভার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ উক্ত স্থানে চলাচল ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;';

মূল্য : টাকা ৪.০০

(গ) ৭ এর—

(অ) দফা (গ) তে উল্লিখিত ‘, তবে অন্য কোনো স্থানে লিফলেট ও ব্যানার বা হ্যান্ডবিল টাঙ্গাইতে পারিবে’ চিহ্ন ও শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(আ) দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

‘(ঘ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড এর উপর অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড টাঙ্গানো যাইবে না, এবং উক্ত ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড এর কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন তথা বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না;’;

(ঘ) ৯ এর দফা (গ) এ উল্লিখিত “পরিবেন” শব্দের পরিবর্তে “পারিবেন” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) ১৪ এর দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

‘(খ) সংসদীয় আসনের প্রত্যেক ইউনিয়ন বা পৌরসভা বা মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে ওয়ার্ড প্রতি একটি অথবা সমগ্র নির্বাচনি এলাকায় ২০ (বিশ) টি, যাহা অধিক হয়, ইহার অতিরিক্ত বিলবোর্ড ব্যবহার করা যাইবে না;’;

(চ) ১৭ এর উপ-বিধি (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

‘(১) কোনো প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো নির্বাচনি এলাকার একক কোনো জনসভায় একইসঙ্গে ৩ (তিন) টির অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহার করিতে পারিবেন না, তবে সাধারণ প্রচারণার জন্য ব্যবহৃত মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না।’;

(ছ) ২৬ এর উপ-বিধি (৩) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত “পারিবন” শব্দের পরিবর্তে “পারিবেন” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(জ) ২৭ এর—

দফা (খ) তে উল্লিখিত ‘১ (এক) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা’ সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দসমূহের পরিবর্তে ‘১ (এক) লক্ষ টাকা’ সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

আখতার আহমেদ
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd